কলকাতা উচ্চ আদালত
সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র
আপীল বিভাগ

মাননীয় বিচারপতি বিবেক চৌধুরী

২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ নং ৪২৭৫
তারানি রাজওয়ার
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্যঃ	শ্রী দেবব্রত সাহা রায়, শ্রী পিঙ্গল ভট্টাচার্য, শ্রী শুভঙ্কর দাস, শ্রী নীল বসু, শ্রী শঙ্খ বিশ্বাস
রাজ্যের জন্যঃ	শ্রী সিরসান্যা বন্দোপাধ্যায়, শ্রীমতি অমৃতা লাল চ্যাটার্জি
উত্তরদাতা নং ৬-এর জন্যঃ	শ্রী শ্রীজিব চক্রবর্তী, শ্রী রামজি মুনসি, শ্রীমতী চম্পা পাল
শুনানি শেষ হয়েছেঃ	১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৩
রায়ঃ	**৬ই অক্টোবর, ২০২৩**

বিচারপতি, বিবেক চৌধুরী:-

১. কৃষ্ণনগর মহকুমা বিভাগের আওতাধীন কালীগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালীগঞ্জ (খিদিরপুর/নারায়ণপুর) গ্রামে ন্যায্য মূল্যের দোকানের ডিলারশিপের শূন্যপদ বিজ্ঞপ্তিটি ১১ই মার্চ, ২০২০ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি ২৯শে জানুয়ারী, ২০২১ তারিখে বাংলা সংবাদপত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। শূন্যপদ বিজ্ঞপ্তিতে যোগ্যতার মানদণ্ডগুলি প্রকাশ করা হয়েছিল

আবেদনকারী দ্বারা । এর মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, আবেদনকারীর শূন্যপদ ঘোষণা করা এলাকায় প্রায় ৪০০ বর্গফুট আয়তনের একটি গুদাম এবং প্রায় ২০০ বর্গফুট আয়তনের একটি অফিস-কাম-দোকান ঘর থাকতে হবে এবং আবেদনকারীর আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ এবং এক বছরের পূর্ববর্তী সময়ে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৫,০০,০০০/- টাকা জমা থাকতে হবে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে আবেদনকারীর ৫,০০,০০০/- টাকার বেশি জমা ছিল কিন্তু পূর্ববর্তী এক বছর ধরে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই ধরনের কোনও জমা ছিল না। অতএব, তিনি উক্ত ডিলারশিপের লাইসেন্সের জন্য কোনও আবেদন করতে পারেননি। শূন্যপদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত স্পেসিফিকেশন অনুসারে আবেদনকারীর একটি গুদাম এবং অফিস-কাম-দোকান ঘর আছে কিনা তা রেকর্ড করা অযৌক্তিক হবে না। আবেদনকারী জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আর্থিক প্রয়োজনীয়তা একটি বাধ্যতামূলক মানদণ্ড কিনা এবং তিনি উপ-বিভাগীয় নিয়ন্ত্রকের অফিস থেকে জানতে পেরেছিলেন যে উক্ত মানদণ্ড বাধ্যতামূলক এবং তাই, তিনি প্রশ্নবিদ্ধ ন্যায্য মূল্যের দোকানের ডিলারশিপের জন্য আবেদন করার যোগ্য নন।

২. আবেদনকারী মহকুমা নিয়ন্ত্রকের অফিস থেকে আরও জানতে পারেন যে, আবেদনকারীদের কেউই আর্থিক স্বচ্ছলতার ক্ষেত্রে যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করতে পারেননি এবং তিনি 'আইনসম্মত প্রত্যাশা করেছিলেন যে FPS ডিলারশিপের জন্য আবেদনপত্র বাতিল করা হবে এবং আবেদনকারী যে রাজ্য উত্তরদাতাদের আবেদন করার যোগ্য হবেন, তাদের দ্বারা নতুন আর্থিক প্রয়োজনীয়তা সহ একটি নতুন শূন্যপদ প্রকাশ করা হবে। তবে, হঠাৎ করেই আবেদনকারী জানতে পারেন যে

যে বেসরকারি বিবাদীকে ন্যায্য মূল্যের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল - আর্থিক প্রয়োজনীয়তা শিথিল করে।

৩. আবেদনকারীর ক্ষেত্রে, তিনি কখনও জানতেন না যে রাজ্য বিবাদীদের আর্থিক বাধ্যবাধকতা শিথিল করা হবে। যদি তাই হত, তাহলে আবেদনকারী ডিলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারতেন। রাজ্য বিবাদীদের নির্দিষ্ট কাজ এবং আচরণ স্বেচ্ছাচারী এবং অন্যায্য এবং সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমতার অধিকার লঙ্ঘন করে। এটি সংবিধানের ১৯(১)(ছ) এবং ২১ অনুচ্ছেদকেও লঙ্ঘন করে। অতএব, আবেদনকারী ন্যায্য মূল্যের জাহাজ বিক্রেতা হিসেবে বেসরকারি বিবাদীদের নিয়োগের আদেশ বাতিল এবং/অথবা বাতিল করার জন্য আবেদন করেছেন; রাজ্য বিবাদীদের উক্ত শূন্যপদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ত্রাণ সম্পর্কে নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দিন।

৪. উপ-বিভাগীয় নিয়ন্ত্রক, খাদ্য ও সরবরাহ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া তার নিজের পক্ষে এবং রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যান্য বিবাদীদের পক্ষে উপরোক্ত রিট পিটিশনে আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত সমস্ত অভিযোগের বিরোধিতা করে একটি হলফনামা দাখিল করেছেন। উপ-বিভাগীয় নিয়ন্ত্রক বিশেষভাবে আবেদন করেছেন যে যোগ্যতার মানদণ্ড অনুসারে আবেদনকারীর আবেদনের তারিখে এবং আবেদনের তারিখের এক বছর আগে প্রতিফলিত কার্যকরী মূলধন হিসাবে কমপক্ষে ৫ লক্ষ টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স থাকতে হবে। যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণের জন্য অন্যান্য শর্ত ছিল কিন্তু এই শর্তগুলি তাৎক্ষণিক মামলার উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক নয়। উক্ত শূন্যপদ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ব্যক্তিগত বিবাদী এবং অন্যান্যরা লাইসেন্স প্রদানের জন্য আবেদন করেছিলেন। আবেদনকারী উক্ত ডিলারশিপের জন্য কোনও আবেদন জমা দেননি।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে আবেদনের তারিখ ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে বেসরকারি বিবাদীর ব্যাংক ব্যালেন্স ছিল ৬৯১৮২৯/- টাকা এবং পূর্ববর্তী বছরের ব্যাংক ব্যালেন্সও ৫ লক্ষ টাকার উপরে ছিল যা শূন্যপদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যোগ্যতার মানদণ্ড নির্দিষ্ট করে। মহকুমা নিয়ন্ত্রক আরও যুক্তি দেন যে শূন্যপদ বিজ্ঞপ্তিতে বিভাগ নির্দিষ্টভাবে এমন কোনও জমির উল্লেখ করেনি যার উপর বিবাদীর দ্বারা গুদাম এবং দোকান ঘর নির্মাণ করা প্রয়োজন। বিবাদী তার গুদাম এবং দোকান ঘর নির্মাণ করেছিলেন যা অধিকারের রেকর্ডে কৃষি জমি হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। শূন্যপদ বিজ্ঞপ্তিতে এমন কোনও শর্ত নেই যে কৃষি জমিতে নির্মাণ করা হলে সঠিক মুল্য শপ ডিলারশিপের আবেদন বাতিল করা হবে। পশ্চিম বঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের অধীনে বিবাদী এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করার বিষয় যে এই ধরনের নির্মাণ পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের বিধান লঙঘন করে কিনা। যেহেতু বেসরকারি বিবাদী সমস্ত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করেছে, তাই তার পক্ষে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল।

৫. রিট আবেদনের স্থায়িত্ব এবং ফেয়ার প্রাইস শপের ডিলার হিসেবে বিবাদী নং ৬-এর নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করার আবেদনকারীর অবস্থান বিবেচনা করে ব্যক্তিগত বিবাদী পৃথক হলফনামাও দাখিল করেছেন। বিবাদী নং ৬-এর পক্ষে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে, আবেদনকারী তার পক্ষে লাইসেন্স প্রদানের জন্য কোনও আবেদন করেননি। অতএব, রিট আবেদনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আবেদনকারী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নন। বিবাদী আরও দাবি করেছেন যে

তিনি ভারত সরকারের রাজ্য-সরকার, দেবগ্রাম এডিবি শাখায় সঞ্চয় + অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করছেন যার মোড ব্যালেন্স রয়েছে। সঞ্চয় + অ্যাকাউন্টে সর্বদা ৩৫০০০/- টাকার স্থিতিশীল ব্যালেন্স দেখানো হয়। আরও ভাল সুদের হার পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত পরিমাণ অ্যাকাউন্টধারীর মোড ব্যালেন্সে স্থানান্তর করা হয়। অতএব, যদিও প্রাইভেট উত্তরদাতার অ্যাকাউন্টে আবেদনের তারিখে এবং পূর্ববর্তী এক বছরে ৩৫০০০/- টাকার তরল নগদ দেখানো হয়েছিল, তবে তার ব্যালেন্স ৫ লক্ষ টাকার বেশি ছিল।

৬. শ্রী সাহা রায়, দাখিল করেছেন যে, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের উপ-বিভাগীয় নিয়ন্ত্রক বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন যে, বিবাদী নং ৬-এর প্রতি, যিনি ফেয়ার প্রাইস শপের ডিলারশিপ পেয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে, উপ-বিভাগীয় নিয়ন্ত্রক নিজেই সেই ব্যাংক থেকে একটি অনুসন্ধান করেছিলেন যেখানে বিবাদী নং ৬-এর সঞ্চয় + অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, আবেদনের তারিখের এক বছর আগে তার ৫ লক্ষ টাকা ব্যালেন্স ছিল কিনা।

৭. আমি আবেদনকারী এবং বিবাদীদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি। বিবাদী নং ৬ এবং রাষ্ট্রপক্ষের দাখিলকৃত নথি থেকে এটা বিতর্কিত নয় যে আবেদন দাখিলের তারিখে বিবাদী নং ৬-এর ৬,৯১,০০০/- টাকা ব্যালেন্স ছিল এবং আবেদন দাখিলের তারিখের এক বছর আগে তিনি তার অ্যাকাউন্টে ৫ লক্ষ টাকার বেশি ব্যালেন্স বজায় রেখেছিলেন। অতএব, বিবাদী নং ৬-কে ন্যায্য মূল্যের দোকানের ডিলার হিসেবে যথাযথভাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিবাদী নং ৬-এর বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীজীব চক্রবর্তীর সাথে আমি একমত নই যে আবেদনকারীর এই মামলার বিরুদ্ধে মামলা করার কোনও অধিকার নেই

বিবাদী নং ৬-এর নিয়োগ। তিনি প্রশ্নবিদ্ধ ডিলারশিপ প্রদানের জন্য কোনও আবেদন করেননি। অতএব, তিনি বিবাদী নং ৬-এর নিয়োগের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি উত্থাপন করতে পারবেন না কারণ এটি যোগ্যতার মানদণ্ড লঙ্ঘন করেছে।

৮. শ্রী চক্রবর্তী, এন. জি. প্রজেক্টস লিমিটেড বনাম বিনোদ কুমার জৈন ও অন্যান্যরা মামলায় (২০২২) ৬ এস. সি. সি ১২৭-তে রিপোর্ট করা সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন-

"২৩. এই আদালতের উপরোক্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, রিট কোর্টের উচিত একজন দরপত্রদাতার দরপত্র গ্রহণ করা বা না করার বিষয়ে নিয়োগকর্তার সিদ্ধান্তের উপর তার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকা। আদালতের বর্তমান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের শর্তাবলী পরীক্ষা করার দক্ষতা নেই এবং এই সীমাবদ্ধতাটিও মাথায় রাখা উচিত। আদালতের উচিত প্রযুক্তিগত সমস্যা সম্পর্কিত চুক্তিতে হস্তক্ষেপ করতে আরও বেশি অনিচ্ছুক হওয়া কারণ এই ধরণের বিষয়গুলির বিচার করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রয়োজন। আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত তার হাতে থাকা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ত্রুটি খুঁজে না বের করা, বরং আদালতের উচিত পরীক্ষা করা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি দরপত্রের শর্তাবলী দ্বারা বিবেচিত পদ্ধতি অনুসরণ করে কিনা। যদি আদালত দেখে যে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতা রয়েছে অথবা দরপত্রটি অসৎভাবে মঞ্জুর করা হয়েছে, তবুও আদালতের দরপত্র প্রদানে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা উচিত বরং পক্ষগুলিকে অন্যায়ের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য ছেড়ে দেওয়া উচিত। চুক্তি বাস্তবায়নে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিবর্তে বর্জন। দরপত্রে নিষেধাজ্ঞা বা হস্তক্ষেপ রাষ্ট্রের উপর অতিরিক্ত খরচের দিকে পরিচালিত করে এবং জনস্বার্থের বিরুদ্ধেও। অতএব, রাষ্ট্র এবং এর নাগরিকরা দ্বিগুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, প্রথমত, বর্ধিত খরচ প্রদান করে এবং দ্বিতীয়ত, বর্তমান সরকার যে অবকাঠামোর জন্য কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে তা থেকে বঞ্চিত হয়।

২৩. শ্রী চক্রবর্তীর দাখিল করা হয়েছে যে, যদিও উক্ত প্রতিবেদনটি চুক্তি এবং দরপত্রের সরকার সম্পর্কিত, তবুও বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগ সম্পর্কে উক্ত সিদ্ধান্তে স্থাপিত নীতিটি এই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য

তাৎক্ষণিক মামলা কারণ উত্তরদাতারা যারা রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা তার আর্থিক এবং অন্যান্য সমস্ত যোগ্যতার মানদণ্ড বিবেচনা করে উত্তরদাতা নং ৬-এর পক্ষে নেতৃত্বকে ভুল করেছিলেন।

২৪. শ্রী চক্রবর্তী ২০২০ সালের এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ২২১৩-এ রিপোর্ট করা সুবীর ঘোষ বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা মামলায় এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের কথাও উল্লেখ করেছেন, যেখানে এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে যে কোনও ব্যক্তি যিনি নিলাম প্রক্রিয়ায় মোটেও অংশ নেননি তিনি কোনওভাবেই দরপত্রের শর্তগুলিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, যেহেতু আবেদনকারী এফ. পি. এস ডিলারশিপের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নেননি, তাই তিনি উত্তরদাতা নং ৬-এর নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না। একই বিষয়ে তিনি ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বনাম গোয়ালিয়র ঝাঁসি এক্সপ্রেসওয়ে লিমিটেডের (২০১৮) ৮ নম্বর এস. সি. সি ২৪৩ এবং আই. টি. সি লিমিটেড বনাম ব্লু কোস্ট হোটেলস লিমিটেড ও অন্যান্যরা (২০১৮) ১৫ এসসিসি ৯৯-এ রিপোর্ট করেছে সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন।

২৫. পক্ষগুলির পক্ষে বিদ্বান আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর এবং নথিতে থাকা সমস্ত উপকরণগুলি যত্ন সহকারে পর্যালোচনার পর, এটি নিশ্চিত করা হয় যে, উত্তরদাতা নং. এস ন্যায্য মূল্যের দোকানের ডিলারশিপের জন্য ব্যক্তিগত উত্তরদাতা নং. ৬-কে সঠিকভাবে সুপারিশ করেছেন। উত্তরদাতা নং. ৬ সমস্ত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করেছেন। আবেদনকারী এই ধারণার ভিত্তিতে তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশন দায়ের করেছেন যে তাকে তার আর্থিক সচ্ছলতার ক্ষেত্রে অযথা ছাড় দেওয়া হয়েছিল। উত্তরদাতা নং. ৬-এর দায়ের করা নথিগুলি আবেদনকারীর এই যুক্তিটিকে মিথ্যা প্রমাণ করে। অতএব, রাষ্ট্রের উত্তরদাতারা নং. ৬ ব্যক্তিগত উত্তরদাতাকে ডিলারশিপ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও অবৈধতা করেননি।

২৬. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে আবেদনকারীর গুদাম এবং দোকান ঘর যে জমিতে অবস্থিত তা "বিলান" অর্থাৎ কৃষি জমি হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। কৃষি জমিতে কোনও গুদাম বা অফিস ঘর নির্মাণ করা যাবে না। বিবাদী নং ৬ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন যে গুদাম এবং দোকান ঘর যে জমিতে অবস্থিত তা "বাস্তু জমি"-এ রূপান্তরিত হয়েছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে FPS ডিলারশিপের লাইসেন্স প্রদানের জন্য আবেদন ফর্ম-সি-তে দাখিল করতে হবে। উক্ত ফর্মের অনুচ্ছেদ ৩২-এ বলা হয়েছে যে আবেদনকারীকে প্রাঙ্গণের জমির প্রকৃতি (বাস্তু/বাণিজ্যিক/কৃষি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে। সুতরাং, যে জমিতে গুদাম এবং দোকান ঘর নির্মিত হয়েছে তা যদি কৃষি জমি হয়, তাহলে এটি কোনও আবেদনকারীকে ন্যায্য মূল্যের দোকানের ডিলারশিপের জন্য আবেদন দাখিল করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না। এই ধরনের নির্মাণ পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের বিধান লঙ্ঘন করে কিনা তা বিবেচনা করার দায়িত্ব ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের। শুধুমাত্র আবেদনকারীর কৃষি জমিতে গুদাম এবং অফিস-কাম-দোকান ঘর নির্মাণের কারণে, এর অর্থ এই নয় যে তিনি FPS ডিলারশিপের জন্য কোনও আবেদন দাখিল করার অধিকারী হবেন না।

২৭. উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, আমি তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না এবং সেই অনুযায়ী রিট পিটিশনটি খারিজ করা হয়, তবে, কোনও খরচ ছাড়াই।

(বিচারপতি, বিবেক চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal